মসুর চাষের বিস্তারিত বিবরণী

মসুর এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : বারি মসুর-১

জনপ্রিয় নাম : উৎফলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে কিছু বড়। হাজার বীজের গড় ওজন ১৫-১৬ গ্রাম। রান্নার সময় ১০-১৫ মিনিট।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : মাঝারি আকার,পাতা গাঢ় সবুজ,কান্ড হালকা সবুজ। উপরিভাগের ডগা বেশ সতেজ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.৯ - ৭.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭ থেকে ১.৮ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-২

জনপ্রিয় নাম : সিন্ধু

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : হাজার বীজের গড় ওজন ১২-১৩ গ্রাম। রান্নার সময় ১৪-১৫ মিনিট ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : মাঝারি আকারের। সামন্য লতানো। পাতায় সরু আকর্ষী আছে। পাতা গাঢ় সবুজ, কান্ড হালকা সবুজ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৬.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫ থেকে ১.৭ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৩

জনপ্রিয় নাম : ফালগুনী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ ধুসর। ছোটছোট ক্রচে দাগ আছে। বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে একটু বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : পাতা সবুজ । রান্নার সময় ১৪-১৫ মিনিট

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৬.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫ থেকে ১.৭ টন

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৪

জনপ্রিয় নাম : সুরমা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ লালচে বাদামি। হাজার বীজের গড় ওজন ১৮-২০ গ্রাম ।বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বড় এবং চ্যাপ্টা ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছের রঙ হালকা সবুজ, পত্র ফলক আকারে বড় এবং ফুলের রঙ বেগুনি। ডাল রান্না সময় ১১-১৩ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.৫ - ৬.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬ থেকে ১.৭ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা রোগ/ রাষ্ট

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ স্থানীয় জাতের চেয়ে বড় এবং চ্যাপ্টা । লালচে বেগুনী রঙ ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ ও পাতার রঙ হালকা সবুজ। গাছের আগায় ছোট আকারের আকর্ষী থাকে। গাছের উচ্চতা ৩৮ সেন্টিমিটার।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.১ - ৮.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০ থেকে ২.২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আররণ বাদামী। দানা কমলাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের রঙ হলকা সবুজ,পাতার আগায় আকর্ষী নাই।গাছ ঝোপালো। উচ্চতা ৩৮-৪০ সে.মি ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.১ - ৮.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.২ থেকে ২.৩ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড় ও লালচে বাদামি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :গাছের রঙ হালকা সবুজ ও মাঝারি উচ্চতা ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.৯ - ৯.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮ থেকে ২.৩ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মসুর-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আবরণ লালচে বাদামি ও গোলাকার। আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বড়। হাজার বীজের গড় ওজন ২২-২৩ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের নিচের অংশে লাল রঙ আছে । দেরিতে বোনা যায় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.৯ - ৯.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.২ থেকে ২.৩ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৫০ - ১৬২গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :কার্তিকের ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য চৈত্র (মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনামসুর-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আররণ কালচে। দানা লালচে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : মরিচা ও ঝলসানো রোগ (স্টামফাইলিয়াম) প্রতিরোধী

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৭.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৯

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আররণ ধুসর। দানা লালচে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : আগাম পাকে। ফুল সাদা। কান্ড সবুজ,পাতা গাড় সবুজ । আমিষের পরিমান ২৫.৯% ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.১ -

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : ফল ছিদ্রকারী পোকা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা রোগ/ রাষ্ট

তথ্যের উৎস :বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আবরণ ধূসর ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চতা ৩৪-৩৮ সে.মি। পাতার রঙ সবুজ। পাতার আগায় আকর্ষী আছে। কান্ডের রঙ লালচে সবুজ । আমিষের পরিমান ২৫% । দেরিতে বোনা যায় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ৯.৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)। তবে নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যায় ।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা রোগ/ রাষ্ট

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৯

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আবরণ ধূসর ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চতা ৩৫-৪০ সে.মি। গাছ খাড়া। আমিষের পরিমান ২৫% । খরা সহিষ্ণু । দেরিতে বোনা যায় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১০.১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)। তবে নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যায় ।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : গোড়া পচা রোগ

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০১

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আবরণ ধূসর। দানা লালচে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : খরা সহনশীল।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৮.৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষ সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ধুসর রঙের , বীজের আকার প্রচলিত জাতের তুলনায় বড়

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চতা ৩৮-৪২ সে.মি।কান্ড বহু শাখা, খরা সহনশীল ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৮.১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজে মার্বেল প্যাটার্ন আছে ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : পাতায় সুস্পষ্ট আকর্ষী আছে। গাছ খাড়া।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ৯.৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬১ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনা মসুর-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আবরণ ধুসর।বীজের আকার প্রচলিত জাতের তুলনায় বড় ,চ্যাপ্টা । আমিষের পরিমাণ ২৯-৩০%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চতা ৩৬-৪০ সে.মি। পাতার রঙ সবুজ।পাতায় আকর্ষী আছে।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১০.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৬ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬১ - ১৬২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষসপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

জাতের নাম : বিনামসুর-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০১

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : হাজার বীজের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। বীজের আকার প্রচলিত জাতের তুলনায় বড়। আমিষের পরিমাণ ৩১-৩২%

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চতা ৩৮-৪২ সে.মি। পাতার রঙ সবুজ।পাতায় আকর্ষী আছে।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ৯.৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৩ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬২ - ১৮২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : কার্তিকের ২য়- শেষ সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ- নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ-চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

মসুর এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

মসুর ডাল সহজে হজম হয় এবং এতে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি, জাত ভেদে প্রায় শতকরা ২৫-২৮ ভাগ ।মসুর ডালের পুষ্টিগুন নানাবিধ। প্রতি ১০০ গ্রাম মসুরে আছে জলীয় অংশ-১২.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ২.১ গ্রাম, আঁশ-০.৭ গ্রাম, খাদ্যশক্তি-৩৪৩ কিলোক্যালরি, আমিষ-২৫.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ৬৯ মিলিগ্রাম, লৌহ- ৪.৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন-২৭০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.৪৯ মিলিগ্রাম ও শর্করা-৫৯ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

মসুর এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : মসুর এর ক্ষেত্রে বীজতলা করা হয় না।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : মসুর এর ক্ষেত্রে ছিটিয়ে বপন করা হয় ।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলা করা হয় না।

মসুর এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

চাষপদ্ধতি : ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ শোধন ও জমি শোধন করে নিতে হবে।২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মসুর এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারেরনাম	বিএআরআই(বারি) জাতের জন্য হেক্টর প্রতি সার
পঁচা গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	৪০-৫০ কেজি
টিএসপি/ডিএপি	৮০-৯০ কেজি
এম ও পি	৩০-৪০ কেজি
অনুজীব সার	১.৫ কেজি

সারেরনাম	বিআইএনএ (বিনা) জাতের জন্য হেক্টর প্রতি সার
পঁচা গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	৩২-৪২ কেজি
টিএসপি/ডিএপি	১০০-১২৫ কেজি
এম ও পি	৫০-৬০ কেজি
জিপসাম	৮০-১০০ কেজি
দস্তা	১.২৮-২.৫৬ কেজি
বোরিক এসিড	৫.৮৮ – ৮.৮২ কেজি
অনুজীব সার	১.৫ কেজি

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিএআরআই(বারি) জাতের জন্যঃ গোবর/ জৈব সার; পর্যাপ্ত পরিমাণে। ইউরিয়া : ৪০-৫০ কেজি টিএপি; ডিএপি: ৮০-৯০ কেজি; এমও পি: ৩০-৪০ কেজি । বিনা জাতের জন্য গোবর/ জৈব সার;পর্যাপ্ত পরিমাণে। ইউরিয়া : ৩২-৪২ কেজি টিএপি/ ডিএপি: ১০০-১২৫ কেজি; এমও পি: ৫০-৬০ কেজি জিপসাম: ৮০-১০০ কেজি দস্তা সার: ১.২৮-২.৫৬ কেজি। অনুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে।প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুজীব সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট, ০১/০৮/২০১৭

মসুর এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা : বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে না, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :লবণাক্ত এলাকায় ভূপরিস্থ/ পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির পানি ধরে পরে কলসি বা ফিতা ফাইপ দিয়ে সেচ দিন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মসুর এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি,খরিফ

আগাছার ধরন : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দূর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

মসুর এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। কোনো রোগের আক্রমন হয় কিনা সেদিকে নজর রাখুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

মসুর এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : শুসরী পোকা (গুদামজাত পোকা)

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুব ছোট আকারের। সাদা রঙের তবে মুখটা বাদামী রঙের হয়। সংরক্ষন করা ডালে আক্রমন করে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। এর আক্রমণে ডালের দানার ওজন কমে যায়, খাওয়া যায় নাহ এবং বীজ থেকে চারাও হয় নাহ।

আক্রমণের পর্যায় : বীজ, পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ত্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গুদামজাত করার আগে দানা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। শুকানোর পর দাঁত দিয়ে কাটলে যদি কট্ করে শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভালোভাবে শুকানো হয়েছে।

অন্যান্য : অল্প পরিমান বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রায় আধা মুখ (৩ মিলিলিটার) নিমের তেল বীজের সাথে মিশালে প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : বিছা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে । কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার/৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য : ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায় ।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : সাদা মাছি

পোকার স্থানীয় নাম : : সাদা মাছি

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে।আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : কচি পতা, ফুল ও ডগা কীড়ায় আক্রমণ করে। ফল বাড়ার সময়ে কীড়া ফল ছিদ্র কওে নরম অংশ খায়।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

ক্ষতির লক্ষণ : কচি পতা, ফুল ও ডগা কীড়ায় আক্রমণ করে। ফল বাড়ার সময়ে কীড়া ফল ছিদ্র কওে নরম অংশ খায়।

দমন ব্যবস্থা : নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলা। জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : শুরুতে, কুশি, বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন- কোরোলাক্স ২৫ তরল ১০ মিলিলিটার অথবা ২মুখ) অথবা থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

অন্যান্য : ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়

আক্রমণের পর্যায় : ফুল

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

মসুর এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : এন্থ্রাকনোজ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : শুরুতে গাছের নতুন ডগা ও ফুলের কুড়িতে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় । আক্রান্ত ফুল নুয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, রোগ বাড়ার সাথে সাথে ফলের বোটা হতে ডাটায় সংক্রমিত হয় এবং ক্রমেই গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । পড়ে গাছের বাকল প্রথমে বাদামী হয় এবং পরে ডোরাকাটা সাদা দাগে পরিনত হয় । চকলেট রঙের প্যাকাশে রঙওে দাগ দেকা যায়। আক্রমন বেশি হলে পাতা ঝওে পড়ে। কান্ডে বাদামি রঙের কাল সীমা দেয় ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন চ্যাম্পিয়ন২০ গ্রাম) অথবা টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : একই জমিতে পরপর অনেকদিন যাবত একই ফসল চাষ না করা ভালো। মাটি শোধন। রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে ২ থেকে ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন প্রভেক্স, ব্যাভেষ্টিন, নোইন অথবা এইমকোজিম যেকোনো একটি বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন।

অন্যান্য : সুষম সার ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : মরিচা রোগ/ রাষ্ট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় বিভিন্নআকারের ছোট ছোট মরিচা রঙের গুটি দেখা যায়। পরে তা বাদামি ও কালো রঙ ধারণ করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফুল

ব্যবস্থাপনা : রোগ দেখা দিলে প্রপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ গ্রাম) অথবা টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন নাটিভো ৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ৭ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। পর্যবেক্ষণ করুন। রোগ প্রতিরোধী বারি মসুর ৩/৪ বপন করুন ।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম প্রভেক্স ২০০ ডাবিলিউপি / ব্যাভেষ্টিন বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন। ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্টকরণ। পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার। আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। এ রোগের সম্ভাবনা থাকলে সেচ দেয়া যাবে নাহ। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত জমি থেকে পরবর্তী চাষের জন্য জমি শোধোন করে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

রোগের স্থানীয় নাম : ঝলসানো রোগ/ ব্লাইট/ পাতা পোড়া

রোগের কারণ : স্ট্যামফাইলিয়াম প্রজাতির ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : আক্রান্ত গাছ বাদামি রঙ ধারণ করে। শেষ পর্যায়ে সমস্থ গাছ কালচে বাদামি রঙ ধারণ কও, পড়ে গাছ ঝরসে পোড়ামতন দেখায়।

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ বাদামি রঙ ধারণ করে । শেষ র্পযায়ে সমস্থ গাছ কালচে বাদামি রঙ ধারণ করে। গাছ ঝলসে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : ফসলরে অবশষ্টিাংশ নষ্টকরণ।।আক্রমণ দেখামাত্র ম্যানকোজেব অথবা ম্যানকোজেব + মেটালক্সিল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: ডায়াথেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্টকরণ।পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার।আক্রমণ দেখামাত্র ম্যানকোজেব প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত জমি থেকে পরবর্তী চাষের জন্য বীজ রাখা যাবে না।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

মসুর এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : মৌসুম ও জাতভেদে পরিপক্ক হলে দ্রুত ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :পাকা ফল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে বাছাই করে পরিষ্কার বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : ডালের গূড়া অথবা বেসন তৈরি করতে চাইলে, পরিপক্ব বীজ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

তথ্যের উৎস :কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মসুর এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। টন প্রতি ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মসুর এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার।গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মসুর এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : মসুর

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক, পশু শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা : সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : মসুর

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : জমি চাষে ব্যবহার করা হয়

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন ।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

মসুর এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ট্রলি, ট্রাক , কাবার্ড ভেন

প্রথাগত বাজারজাত করণ :স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।